

শতভাগ বেতন আদায় করে নিলেন শিক্ষকরা

বন্ড ও নগদ অর্থে বেতন পরিশোধ করা হবে ॥ একটি ছাড়া
অন্য সংগঠনের ধর্মঘট কর্মসূচি স্থগিত

॥ ইন্তেফাক রিপোর্ট ॥

রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায় করে
নিলেন শিক্ষকরা। টানা ৩০ দিন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও
মাদ্রাসায় অবিরাম শিক্ষক ধর্মঘট চলার পর সরকার গতকাল
রবিবার শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মানার কথা ঘোষণা করলেন।

শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী সরকার ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির
সাথে অন্যান্য প্রশাসনিক দাবি-দাওয়া মানারও প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন। ফলে শিক্ষকরা জুলাই মাস থেকে মূল বেতনের সাথে
১ শতাংশ বর্ধিত হারে এবং বাকি ৫ শতাংশ সরকারি বন্ডের
মধ্যমে

টাকা না থাকায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি
কোষাগারে অর্থ জমা হলে শিক্ষকরা বন্ড ভাঙিয়ে টাকা উঠাতে
পারবেন। তবে বেসরকারি এইসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের
নিকট থেকে পাওয়া বেতন-ভাতার পুরোটাই সরকারি কোষাগারে
জমা দিতে হবে।

গতকাল রবিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে
এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সরকারের এ
সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথে একটি
শিক্ষক সংগঠন ছাড়া বাকি সকল শিক্ষক সংগঠন তাদের ধর্মঘট
কর্মসূচি স্থগিত করে

মিছিল বের করে। উল্লেখ্য, চাকরি জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবি
শিক্ষক সংগঠনগুলো গত ৬ জুলাই থেকে ধর্মঘট পালন
আসছিল।

শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে সরকারের সিদ্ধান্তের
ঘোষণা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষক
দাবির প্রতি সবসময় সংবেদনশীল। সরকার কখনই এ বি
নির্গত ছিল না। ১৯৭৯ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহ
সর্বপ্রথম বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতা প্রদান
করেছিলেন। আর এরই সফল সমাপ্তি ঘটালেন প্রধানমন্ত্রী
খালেদা জিয়া। বাকী শিক্ষকদের (০৫ পৃঃ ৫-এর কঃ ১)

শতভাগ বেতন

(প্রথম পৃঃ পর)

কথায় কথায় আন্দোলনের নামে ক্লাস বর্জন করে
স্কুলে স্কুলে তাল্লা খুলিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত
করার মনোবৃত্তি শিক্ষকদের পরিহার করতে
হবে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত
ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এছানুল হক
মিলন, শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলন শেষে মন্ত্রী মুজাম্মদ এবং কেন্দ্রীয়
শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে
গিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এদিকে
শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট তাদের ধর্মঘট বহাল রাখার
সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল
মাহফাজুল হক) সভাপতি অধ্যাপক শরিফুল
ইসলাম তার প্রতিক্রিয়া বলেন, জোট সরকার
নির্বচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা
খুশি ও ইহিঁ আবার দুঃখও পাইনি। তিনি এক
মাসের জন্য ধর্মঘট স্থগিত করার ঘোষণা দিয়ে
বলেন, ঐচ্ছিক সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রশাসনিক
দাবিগণা আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন
করবে হবে এবং একটি মনিটরিং কমিটি গঠন
করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান
সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক
আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,
দশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির অঙ্গীকার ছিল
সরকারের নির্বচনী প্রতিশ্রুতি। সরকারকে
ব্যাখ্যা করতে হবে পৌনে পাঁচ বছরেও তা পূরণ
না করে শিক্ষক-কর্মচারীদের কেন আন্দোলনে
বাধ্য করা হল। সরকার কেন ৩০ দিন ধরে ছাত্র-
শিক্ষক সকলকে জিম্মি করে শিক্ষার অপূরণীয়
ক্ষতি সাধন করল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
সরকারের কোন লিখিত অঙ্গীকার না থাকা
সত্ত্বেও ১৯৮০ সালে ১৭ মাসের এরিয়র দিতে
পারলে, লিখিত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শিক্ষা-ও
শিক্ষক বিরোধী অবস্থানের কারণেই কি বর্তমান
সরকার তা দিতে পারল না।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান
সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া তার
প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং
শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সরকার
তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে তাই আমরা খুশি।
ধর্মঘট স্থগিত করার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন,
বর্তমান সরকার ভবিষ্যতেও শিক্ষকদের পাশে
থাকবেন। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের
আহবানে গতকাল মুক্তাসনে মহা-অবস্থান ধর্মঘট
অনুষ্ঠিত হয়। জোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ

উপস্থিত হন। এ সময় তান ১০০ শতাংশ বেতন
প্রদানের ঘোষণা দিলে শিক্ষকরা আনন্দে নে
ওঠেন। সেই সাথে মন্ত্রী ১ মাসের ম
কর্মচারীদের চাকরিবিধি, জনবল কাঠো
সংগঠন, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পৃথকীক
এবং অভিজ্ঞ ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের হার
বৃদ্ধির প্রস্তাবন জারির ঘোষণা দেন। এ স
শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মাঝে বক্তব্য রাখেন ক
আব্দুর রাক্কাক, চৌধুরী মুগীস উদ্দীন মাহমু
মাওলানা এমএ লতিফ, কাজী মুজিবুর রহমা
খ্রিস্টিয়ান রেজাউল করিম, ফাতেমা আক্ত
হেনা প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদে
এক ছক্কুরি প্রতিবাদ সমাবেশ গতকাল রবি
মুক্তাসনে অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকি
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ত
শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ১৭ দফা দ
পাশ কাটিয়ে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের
শতাংশ বেতন প্রদানের ঘোষণার তীব্র প্রতি
ও নিন্দা জানান। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রা
ড. ম আব্দুল হক জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ
পাহজাহান আলম সাদু প্রমুখ। পরিষদ ৯ আ
শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করবে ব
জানিয়েছে।

এদিকে শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদে
নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী
বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ১০ শতা
বেতন প্রদানের ঘোষণার নিন্দা জানান।

জেপি মহাসচিবের অভিনন্দন

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় প্যা
মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম এক বিবৃতি
শিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সঙ্গ্রামের
শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি সরকার
নেয়ার ঘোষণা দেয়ার আন্দোলনরত শিক্ষক
কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই
তিনি প্রত্যেক শিক্ষক সমাজের প্রতি ক্লাস
ফিরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নে
আহবান জানান।